# উৎসর্গ

মরহুমা বোনের
আত্মার মাগফেরাত কামনায়...
যিনি না খেয়ে আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন
যার হাজারো স্মৃতি এখনো আমাকে কাঁদায়।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুঈন উদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম-এর
নেক হায়াত কামনায়...
যিনি আমাকে আদর্শ মানুষ হওয়ার সবক শিক্ষা দিয়েছেন।

মা জননীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়
যার ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়।

## বইটির বৈশিষ্ট্য

১. বাংলা, আরবী, ইংরেজি তিন ভাষার একক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ।
২. যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সংকলন।
৩. রেফারেন্সসহ কোরআনের আয়াত, হাদীস ও বড়দের উক্তির বর্ণনা।
৪. সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন।
৫. প্রতিটি বিষয়ের শেষাংশে রেফারেন্সসহ অতিরিক্ত কিছু তথ্য—যা বক্তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ে তাকরার ছাড়া আলোচনা করতে সহায়ক হবে।
৬. লেখক কর্তৃক লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বহু সেমিনারে বারবার পুরস্কৃত বক্তৃতা সংকলন।
৭. সব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিবেচনা করে লেখা।
৮. অধিকাংশ বক্তৃতা ৫/৬ মিনিট বা তার চেয়ে বেশি সময়ে উপস্থাপন উপযোগী।
৯. আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাজানো।
১০. আরবী ও ইংরেজি বক্তৃতার শেষে কঠিন শব্দার্থ প্রদান।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

বিষয়ভিত্তিক তিন ভাষায় বক্তৃতা

# এসো বক্তৃতার মঞ্চে

[১ম পর্ব]

মুহাম্মাদ জসিম উদ্দীন

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী

# উৎসর্গ

মরহুমা বোনের
আত্মার মাগফেরাত কামনায়...
যিনি না খেয়ে আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন
যার হাজারো স্মৃতি এখনো আমাকে কাঁদায়।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুঈন উদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম-এর
নেক হায়াত কামনায়...
যিনি আমাকে আদর্শ মানুষ হওয়ার সবক শিক্ষা দিয়েছেন।

মা জননীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়
যার ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়।

প্রথিতযশা আলেমে দীন, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক, দৈনিক ইনকিলাবের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, উস্তাযুল আসাতিযা

## মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী দা. বা.-এর
## দোয়া ও অভিমত

তরুণ আলেম, প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ও সুবক্তা মুফতী মাওলানা জসিম উদ্দীন রায়পুরী ছাত্রজীবন থেকেই বক্তৃতার ময়দানে মেহনত করে আসছেন। তার তথ্যবহুল বক্তৃতাসংকলন থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সেমিনারে বাংলা, আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছেন। আমি নিজেও তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করেছি। তার লিখিত বাংলা, আরবী এবং ইংরেজি বক্তৃতাগুলো যুগোপযোগী এবং তথ্য সমৃদ্ধ। বয়ান, বক্তৃতায় পারদর্শী হয়ে যারা দীনে ইসলামের খেদমতকে ব্যাপক করতে চায়, মুফতী মাওলানা জসিম উদ্দীন রায়পুরী সাহেবের লিখিত *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক বইটি তাদের জন্য বেশ উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি। বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক সেটি বাংলা, আরবী, ইংরেজি—তিনটি ভাষায় একযোগে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তিন ভাষায় একটি বক্তৃতা সংকলন করা নিঃসন্দেহে তার বিশেষ যোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে। বইটির নামকরণও বেশ হয়েছে। কেননা, 'মঞ্চ' শব্দটি মূলত আরবী 'মানাস্সাতুন' থেকে এসেছে। যার বাংলা শব্দার্থ হচ্ছে 'মঞ্চ'। আল্লাহ তাআলা লেখকের বইটিকে কবুল করুন, এর দ্বারা দীনের প্রচার-প্রসার করুন। লেখকের লেখনী শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিন। আমীন।

(মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী)

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুর রাশাদ (মিরপুর) মাদ্‌রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, দৈনিক নয়া দিগন্তের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক

# হযরত মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব দা. বা.-এর দোয়া ও বাণী

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে যেসব নেয়ামতে ভূষিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তার মনের ভাবকে প্রকাশ করার ভাষা। কুরআন মাজীদে এই নেয়ামতটির কথা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বিধানকে উম্মতের সামনে বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের ভাষাগত দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে সহকারী হিসেবে মঞ্জুর করিয়েছিলেন হযরত হারূনকে। আর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সবলীল ও প্রাঞ্জলভাষী হওয়াকে।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ইসলামের ধারকেরা নিজের এলাকায় ও বাইরে দীন প্রসারের মিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুমিষ্টভাষা ও মর্মস্পর্শী উপস্থাপনার ভঙ্গিতে জনগণকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁদের দাওয়াত ও মিশনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল বাগ্মিতা। বর্তমানেও বক্তৃতা ও বাগ্মিতায় দক্ষতা ইসলামপ্রচারের প্রভাবশালী একটি মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এজন্য মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতর শ্রেণিতে দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স—খিতাবাহ বা বক্তৃতা। এইজন্য বক্তৃতাকে শিল্পায়িত করার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার নীতিমালা ও প্রায়োগিক পদ্ধতিমালার ওপর গবেষণা চলছে নিরন্তর।

আমাদের পূর্বসূরি মনীষীরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা ছাড়াই দীনি দায়িত্বের তাগিত থেকে বক্তৃতা ও বয়ানকে অবলম্বন করেছিলেন—জনগণের

সামনে দীনকে উপস্থাপনের জন্য, দীনি বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে দীনের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। বাতিলপন্থীদের প্রতিরোধে তারা বাগ্মিতার বলিষ্ঠতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও সুর-তাল-লয়ের মোহনিয়তা কাজে লাগিয়েছেন সফলতার সাথে। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রবীণদের পথ নবীনেরা অগ্রসর করছে।

রুচি ও ঝোঁকের ভিন্নতায় তরুণ আলেমরা দীনি খেদমতের ময়দান বেছে নিচ্ছে। আর সেই ময়দানে মেধা ও শ্রম ব্যয় করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাতে তাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। কেউ তাদরীসে, কেউ তাহকীকে, কেউ মুনাযারায়, কেউ লেখালেখিতে, আর কেউ খেতাবাতে আত্মনিয়োগ করছে। যুগ পরিক্রমায় ইসলামের ওপর ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কুটিলতার ধরন ও চাতুর্যে যেমন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হচ্ছে, বাতিলেরা সদর রাস্তা ছেড়ে অলিগলি ও অচেনা পথে অনুপ্রবেশ করছে, তেমনি ইসলামের ধারকেরা এই বাতিলপন্থীদের প্রতিহত করতে ও তাদের গতিরোধ করতে সেইসব পথ ও সীমান্ত প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করছেন। বক্তৃতা ও বয়ান এমনই এক মাধ্যম যা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসু। এই ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া তরুণ আলেমে দীন আমার স্নেহভাজন হাফেজ, মাওলানা, মুফতী জসিম উদ্দীন রায়পুরী ছাত্রজীবন থেকে যেসব বক্তৃতা করে এসেছেন, সেগুলোর একটি সংকলন মুদ্রিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। আরো আনন্দের বিষয়, একই সাথে তিন ভাষায়—বাংলা, আরবী ও ইংরেজিতে বক্তৃতার বিষয়গুলো একত্র করা হয়েছে যা সাধারণ পাঠকদের পাশাপাশি নতুন বক্তাদের জন্য পথনির্দেশ দেবে ইনশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাকে এ ময়দানে আরো অগ্রসর হওয়ার এবং দীনি খেদমতে কার্যকর ভূমিকা রাখার ও কৃতিত্ব অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন।

(মাওলানা লিয়াকত আলী)
মাদরাসা দারুর রাশাদ
১লা রজব, ১৪৩৯ হি.

# ভূমিকা

## কিছু স্মৃতি

তখন আমি ইব্‌তেদায়ী জামাতে পড়ি। মনে বড় ভয়। কীভাবে মানুষ বক্তৃতা দেয়? একজন মানুষ অনে-ক মানুষের সামনে কীভাবে কথা বলে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। ভাবতাম, আমি বক্তৃতা দিতে পারব না, কারণ, মানুষের সামনে কথা বলার সাহস আমার নেই। কিন্তু সাহস হারালাম না। সাহসের লাগাম টেনে ধরলাম। তাকে বুঝালাম, বক্তৃতা আমাকে দিতেই হবে। সবার মতো আমিও বক্তৃতা দিব। জীবনের সর্বপ্রথম বক্তৃতা আমাকে স্বাগত জানাল। আমি তার ডাকে লাব্বাইক বললাম। শুরু করলাম বক্তৃতার প্রস্তুতি।

রাত তখন এগারোটা। আমি আমার কল্পনার জগতের হাজারো শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি। কামরা থেকে হুজুর বের হয়ে দেখলেন, আমি বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাচর্চা করছি। আমার মেহনত দেখে হুজুর দু'আ করলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে, জীবনের সর্বপ্রথম বক্তৃতায় ১ম স্থান অধিকার করলাম। (আলহামদুলিল্লাহ)।

পথ চলা শুরু। 'আগ্রহ' আমাকে পথ দেখাতে থাকে। 'বক্তৃতার মঞ্চ' আমাকে সাহস জোগায়। 'মঞ্চ' আমাকে আপন করে নেয়। আর মঞ্চে যেতে আমাকে আগ্রহ এবং শক্তি যুগিয়েছেন, বক্তৃতা পাড়ার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, আমার বড় মুশফিক উস্তাদ, হযরত মাওলানা আতিকুর রহমান মাসউদ দামাত বারাকাতুহুম। (সাবেক সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদ্‌রাসা নরসিংদী) সত্যিই আমার জীবনের বড় ছায়া তিনি। তাঁর অক্লান্ত মেহনত আর পরিশ্রমের বদৌলতেই বক্তৃতার মঞ্চে অধমের যাত্রা। দুঃসাহস করে আমি একথাও বলতে পারি, হযরতের হাতে রোপন করা অসংখ্য বৃক্ষের আমি 'এক বৃক্ষ'। (আলহামদুলিল্লাহ)।

রহ.-এর বয়ান অনেক শুনেছি। তাঁরা জাদুময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি করেছেন। উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে তাঁরা অগ্নিঝড়া বক্তৃতার মাধ্যমে দীনের খেদমত করেছেন।

أُلئك أبائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

তারাই মোদের পূর্বসূরি, যাদের নিয়ে মোরা গর্ব করি।

বিনয়ের স্বরে বললাম, হযরত! আমি বক্তৃতার ময়দানে কাজ করতে চাই। বক্তৃতার মঞ্চের পোকা হতে চাই। তিনি বললেন, 'মেহনত করো। মুখলেস বক্তা হও। মুখলেস বক্তার বড় অভাব।'

মঞ্চে চলার পথ বন্ধ করলাম না। আগ্রহের চাকা ঘুরাতে লাগলাম। তার সাথে গোপনে চুক্তি করলাম, তুমি সর্বদা আমার পাশে থাকবে। তোমাকে নিয়ে আমি কঙ্করময় ভূমি পাড়ি দিব। ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আমাকে পৌঁছতেই হবে। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। 'আগ্রহ' আমার সাথে থাকতে 'না' বলল না। সুখে-দুঃখে সে সর্বদা আমার পাশে থাকার ওয়াদা করল। আমি তাকে আমার অন্তরের ভেতর জায়গা করে নিলাম। এভাবে চলল—সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন-রাত, মাস ও বছরের পালাক্রম।

কিছুদিন পর আমি তাকে বললাম, আমি কোরআনের ভাষায় বক্তৃতা দিব। সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই! আমি বললাম, পিছুটান দিবে না কিন্তু! সে বলল—সত্যপথের পথিক কী কোনোদিন ওয়াদা খেলাফ করতে পারে?! তুমি তোমার প্রতিভা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকো। আমাকে পর ভেবো না। আমি তোমার প্রিয়জন। আমি তোমার খুব কাছে থাকতে চাই। তোমার মন্‌যিলে আমি তোমাকে নিয়ে-ই যাব ইন্‌শাআল্লাহ। তার আবেগাপ্লুত ভাষা আমার হৃদয়কে নাড়া দেয়। অনুভূতিকে শাণিত করে। সে আমার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে আমাকে 'সুনির্মল বসু'-এর কবিতা শোনায়—

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল,
উদার হতে ভাইরে।
কর্মী হবার মন্ত্র আমি,
বায়ুর কাছে পাইরে...

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র।
নানাভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

শুরু করলাম আরবী বক্তৃতার পথে যাত্রা। সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বক্তৃতায় সফলতা অর্জন করলাম। ১৪৩২-৩৩ এবং ১৪৩৪-৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে জামিয়া রাহমানিয়ার ইজতিমাউল ইজতিমা অনুষ্ঠানে পরপর দু'বছর (বর্ষ সেরা বক্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা) ১ম স্থান অধিকার করলাম। (আলহামদুলিল্লাহ)।

কিছুদিন পর আগ্রহকে বললাম, শুধু মাদ্‌রাসার ভেতরে নয়, বাইরেও আমি বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে চাই। এখনো সে আমার পাশে থাকার আশ্বাস দেয়। মাদ্‌রাসার বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার আনতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে জামিয়াতু আমীন মোহাম্মদ আল-ইসলামিয়া আশুলিয়া মডেল টাউন, সাভার, ঢাকা-এর উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা ও আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে, উভয় বিষয়ে ১ম স্থান অধিকার করে, মুফতী শ'ফী রহ. লিখিত উর্দু মারে'ফুল কোরআন পুরস্কার নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাফেজ মাওলানা জাকির সাহেবের সাথে আসার দৃশ্য স্মৃতির ক্যানভাসে আজও ভেসে উঠে। বন্ধুরা! অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

السَّعْيُ مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ

চেষ্টা আমাদের কাজ আর তা পূর্ণ করা আল্লাহর কাজ

যদি বক্তৃতার গুরুত্ব না থাকত, তাহলে কেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

কিছু কিছু বক্তৃতা জাদুময়ী।

কেন মাদারে ইল্‌মী দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. আয়নার সামনে গিয়ে বয়ান-বক্তৃতাচর্চা করেছেন? কেন থানভী

রহ.-এর মতো ব্যক্তিরা মাঠে-ময়দানে বক্তৃতার অনুশীলন করেছেন? কেন মাদানী রহ.-এর বক্তব্যে ইংরেজ বেটোয়া বাহিনী লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়? কেন ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী মাথা নত করে? কেন শাইখুল হাদীস রহ.-এর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তাসলিমা নাসরিনরা বাংলা ছাড়তে বাধ্য হয়? কেন মুফতী আমিনী রহ.-এর বজ্রকণ্ঠকে জালিমরা ভয় পায়? কেন মাওলানা মামুনুল হক দামাত বারাকাতুহুমকে জালিমরা কারাগারে বন্দী করে?

এর কোনো সদুত্তোর আছে কি? ইতিহাস আমাদের সামনে এটাই প্রমাণ করবে যে, বক্তৃতার গুরুত্ব অপরিসীম। বয়ান-বক্তৃতায় পারদর্শী হওয়া ছাড়া উম্মতপাড়া অচল।

প্রিয় পাঠক! কিছুদিন পর আগ্রহকে বললাম, আমি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে বক্তব্য দিব। আগ্রহ আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবসাব এমন, কওমী মাদ্‌রাসার ছাত্র, আবার ইংরেজিতে বক্তব্য দিবে! আকাশ কুসুম কল্পনা! কিন্তু না, বাস্তবইতিহাস সম্পূর্ণ উল্টো।

কুদরতের কারিশমা সহজে বুঝা মুশকিল! ঢাবির ছাত্রদের সাথে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করার ইতিহাস আজও স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে। এটা আমার কোনো কৃতিত্ব না। এটা রাব্বে কারীমের মেহেরবানী। অধম তাঁর রহমতের গোলাম।

প্রিয় স্বাপ্নিক! আমরা অলসভাবে অনেক সময় নষ্ট করি। অলসতা আমাদের ঘাড়ে পাগলা ঘোড়ার ন্যায় সাওয়ার হয়। কেনো আমাদের একরুণ অবস্থা! আমরা কি আমাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস ভুলতে বসেছি? মনে রেখো! যে জাতি পূর্বসূরিদের ইতিহাস ভুলে গিয়ে আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়, সে জাতির ভাগ্যে কোনোদিন সফলতা আসতে পারে না। এটাই চরম বাস্তবতা।

আমি আমার 'আগ্রহকে' শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করিনি; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার 'আগ্রহকে' আমি নিজে আগ্রহ শিক্ষা দিয়েছি। তাকে আমি বুঝিয়েছি, বক্তৃতার মঞ্চে মেহনত করে আমাকে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতেই হবে। কারণ, আমাদের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেককে নষ্ট

করার জন্য বাতিলরা আজ ঘরে বসে নেই। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য নিত্য নতুন ফন্দি আঁটছে। তাই দর্‌স ও তাদরিসের পাশাপাশি বক্তৃতা অনুশীলন করে, এর মাধ্যমে খোদাপ্রদত্ত রূহানী শক্তি অর্জন করে, বাতিলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, হকের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।। তাই, একই দিনে, একই সেমিনারে, একই সময়ে পরপর তিন ভাষায়—বাংলা, আরবী এবং ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করার সৌভাগ্য আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। "ওয়ে সাআদাত বযোরে বাযু নিস্‌ত, তা না বখ্‌শাদ খোদায়ে বখ্‌শিন্দাহ।" বাহু বলে কিছুই পায়নি। যদি রাব্বে কারীমের দয়া না হতো।

তাই আগামী দিনের জাতির রাহবার ছাত্র জনতার জন্য আমার দু'এক কলম লেখা *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক বইটি। স্বাগতম তোমাকে *এসো বক্তৃতার মঞ্চে*-এর পাতায়।

সত্যিই আজকে শোকর আদায় করতে হয়, যারা পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে, প্রুফ দেখে, কাজটি সমাপ্ত করা পর্যন্ত অধমের পাশে ছায়া হিসেবে থেকেছেন। কারণ, হাদীসের ভাষ্য—যে মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহরও শোকর আদায় করে না।

পরামর্শ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দীর্ঘসময় পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক, আলেমে দীন, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, উস্তাদে মুহতারাম, মাওলানা লিয়াকত আলী, প্রথিতযশা আলেমে দীন, লেখক, গবেষক, মাওলানা যাইনুল আবিদীন দা. বা.।

অকৃপণভাবে আরবী বক্তৃতাগুলোর প্রুফ দেখে দিয়েছেন, বন্ধুবর মুফতী সিফাতুল্লাহ আল-হাদী।

যত্নসহকারে বাংলা বক্তৃতাগুলোর প্রুফ দেখে কাজকে তরান্বিত করেছেন, আমার আদরের দুলাল, স্নেহের ছাত্র, হাফেজ মাওলানা কাউসার আহমাদ, মাওলানা খায়রুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা সাইফুল্লাহ, হাফেজ মাওলানা মাহফুজুর রহমান, হাফেজ মাওলানা সিয়াম হুসাইন, মাওলানা আবু রায়হান এবং হাফেজ মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকসহ আরো অনেকে।

আর যার কথা না বললেই নয়, আমার পুরো কাজের পেছনে যার রক্তঝড়া মেহনত, আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা রঈসুল ইসলাম। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক এ বইটিকে আল্লাহ তাআলা উম্মতের ফায়দার জন্য কবুল করুন। আমীন।

আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান জামিয়া রাহমানিয়ার ছাত্র কাফেলার প্রতি। রাহমানিয়া ছাত্র কাফেলা বক্তৃতার মঞ্চে যেতে আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন—সত্যিই এমন উদারতা এবং আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, রাহমানিয়ার সকল আসাতিযায়ে কেরামদের—যাঁরা আমাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বুকটান করে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। দয়াময় প্রভু! তুমি তাদের সকলকে কবুল করো।

সমাপ্তিতে বন্ধুবর, মুফতী এনামুল হক, (মুদাররিস, জামিয়া রাহমানিয়া) রাহমানিয়ার ছাত্র কাফেলার আমীর, মুফতী সাইফুল ইসলাম, মাওলানা ওমায়ের আহমাদ ও মাওলানা ইসমাঈল হাসান দা.বা.-এর অনুরোধে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সেমিনার থেকে প্রাপ্ত পুরস্কারের স্থান, মান, সনসহ উল্লেখ করছি। জাযা খায়ের।

১। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মোহাম্মাদপুর ঢাকা, ইজতিমাউল ইজতিমা (বর্ষ সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান) আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৪৩২-৩৩ হিজরী।

২। আল-কুমার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সাইনবোর্ড, ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৩। জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল-ইসলামিয়া, আশুলিয়া মডেল টাউন, সাভার, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৪। জামিয়াতুল আবরার কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৫। তেলিখোলা, বাইমাইল, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।